দৈনিক ইনকিলাব

179

তারিখ 19 JUN 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম 3

৪ঠা আষাঢ়, ১৩৯৪ বাং

শিক্ষাঙ্গনে

পরীক্ষায় নকল

গত এসএসসি পরীক্ষায় নানারকম গণ টুকাটুকি ও অসদুপায় অবলম্বনের কথা মনে করে অনেকে এবারও এই পরীক্ষায় অনুরূপ অবস্থা আশংকা করছে। সরকার এবার সজাগ রয়েছেন বলে মনে হয়। তাই অনেক পরীক্ষা কেন্দ্র ইতিমধ্যেই বাতিল করা হয়েছে। আশা করি, শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে অনড় থাকবেন। কোন প্রভাবে যেনো সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করা না হয়। অতীতে পরীক্ষার সময় যেসব দুর্নীতির কথা শোনা যায় তার আর পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সে ব্যাপারে সকল মহলের সজাগ দৃষ্টি চাই। দুর্নীতির দায়ে বিশেষ করে ছাত্রদের ও পরিদর্শকদের হল থেকে বহিষ্কার করা জাতির পক্ষে কলংকজনক। আর তাদের পক্ষেও এটি অপমানজনক। নকল করে যারা পাস করে সনদ লাভ করে তারা মাকাল ফলের ন্যায়। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবক যদি তাদের অসদুপায় অবলম্বন করতে নিষেধ করেন ও ভীতি প্রদর্শন করেন তাহলে তারা দুঃসাহস করে আজ পরীক্ষায় নকল করবে না। নকল না করলে ছাত্র-ছাত্রীদের হল থেকে বহিষ্কার করার প্রশ্নই উঠবে না। সরাসরি হাতাহাতি ও পরিদর্শকদের অপমান ও নাজেহালও হওয়ার কোন আশংকা থাকবে না। যারা সারা বছর নিয়মিত পড়াশুনা করে না, তারাই তো অসদুপায় অবলম্বন করে পরিদর্শকদের প্রাণনাশের ভয় দেখিয়ে পাস করতে চায়। এ পাস শুভংকরের ফাঁকির মতো। তারা ভবিষ্যতে যে কাজেই নিয়োযিত হবে তাতে তারা ফাঁকি দিবে, দুর্নীতির আশ্রয় নিবে। কেননা তাদের শিক্ষা জীবনের সূচনাই তো দুর্নীতির। —এম, এ, শহীদ।